কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ০৬-০৪-২০২৫ (পৃঃ ১৬,১৫)

খরতাপে ব্লাস্টের ঝুঁকিতে ১৮ জেলার বোরো ধান

সাইদ শাহীন ▷

- খরাপ্রবণ এলাকায় বোরো চাষের লক্ষ্যমাত্রা ১৫ লাখ হেক্টর
- মার্কিন কৃষি বিভাগ বলছে, চালের উৎপাদন ৪ লাখ টন কমতে পারে

দেশের বিভিন্ন জেলায় দিনে তীব্র গরম রাতে শীত অনুভূত হচ্ছে। এমনকি ভোরবেলা থাকছে কুয়াশাচ্ছন্ন। আবার শীত মৌসুম শেষ হতে না হতেই এরই মধ্যে যশোর জেলায় সর্বোচ্চ ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। গত এক সপ্তাহের মধ্যে ৪০টি জেলায় মৃদু থেকে তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে গেছে। তীব্র গরম ও শীতের এমন বিরূপ পরিস্থিতিতে দেশের ১৮ জেলার ধানক্ষেতে ব্লাস্ট রোগের আক্রমণের ঝুঁকি বাড়ছে।

ঝুঁকির মুখে থাকা জেলাগুলো হলো টাঙ্গাইল, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, ঝিনাইদহ ও যশোর।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য সূত্রে জানা গেছে, তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে উঠলে ধানের পরাগায়ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জমিতে পানি না থাকলে ধানের পরাগায়ণ সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এই অবস্থায় কৃষকের সেচের পানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা ও রোগ প্রতিরোধে কার্যকর ওষুধ প্রয়োগের পরামর্শ দিচ্ছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। তবে খরাপ্রবণ এলাকায় কিছুটা বৃষ্টিপাত হলেই এই ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে এবারে ৫০ লাখ ৬৯ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে দেশে এবার দুই কোটি ২৬ লাখ টন বোরো ধান উৎপাদনের আশা করছে তারা। এর মধ্যে খরাপ্রবণ ১৮ জেলায় ১৪ লাখ ৭৫ হাজার ৪৮৭ হেক্টর জমিতে আবাদের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, যা মোট আবাদি জমির প্রায় ৩০ শতাংশ। ফলে এসব এলাকায় ধানের ফলন কম হলে বড় ধরনের বিপর্যয় আসতে পারে।

ব্রি সূত্রে জানা গেছে, বিশেষ বুলেটিনের মাধ্যমে ধানে তাপপ্রবাহের (হিটওয়েভ) আগাম সতর্কবার্তা জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের (বিএমডি) তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রতিষ্ঠানটি গত ২ এপ্রিল জানিয়েছিল, পাঁচ দিন (২-৬ এপ্রিল) দেশের বেশির ভাগ এলাকায়, বিশেষ করে ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর ও খুলনা জেলার বেশির ভাগ এলাকায় মাঝারি থেকে তীব্র তাপপ্রবাহ বিরাজ করতে পারে।

তাপপ্রবাহ মোকাবেলায় ব্রি বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছে। ধানগাছের বৃদ্ধির পর্যায় বা কাইচ থোড় থেকে শক্ত দানা অবস্থায় থাকলে এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে। জমিতে সর্বদা পাঁচ থেকে সাত সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখতে হবে। এ সময় জমিতে যেন পানির ঘাটতি না হয়। ব্লাস্ট রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার আগেই প্রিভেনটিভ হিসেবে বিকেলবেলা প্রতি ৫ শতাংশ জমিতে ট্রুপার ৮ গ্রাম/১০ লিটার পানি অথবা নেটিভো ৬ গ্রাম/১০ লিটার পানি পাঁচ দিন

▶▶ পৃষ্ঠা ১৫ ক. ৫

খরতাপে ব্লাস্টের ঝুঁকিতে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

ব্যবধানে দুইবার স্প্রে করতে হবে।

ব্রি মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'তাপপ্রবাহ চলতি সপ্তাহে কিছুটা কমে আসবে বলে আশা করছি। এই মুহূর্তে খরাপ্রবণ এলাকায় হালকা বৃষ্টি হলে প্রাকৃতিকভাবেই ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। তার পরও আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি পরিস্থিতি মোকাবেলার।'

চাল উৎপাদন নিয়ে শঙ্কা : এদিকে দেশের চাল উৎপাদন পরিস্থিতি নিয়ে শঙ্কার তথ্য দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাগ্রিকালচার (ইউএসডিএ)। সংস্থাটির বৈদেশিক কৃষিসেবা বিভাগের (এফএএস) 'ওয়ার্ল্ড অ্যাগ্রিকালচারাল প্রডাকশন' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ধানের আবাদ কমে যাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশে এবার চালের উৎপাদন চার লাখ টন কমতে পারে। বাংলাদেশে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চালের উৎপাদন (মিলড রাইস বা ভাঙানো চাল) ছিল তিন কোটি ৭০ লাখ টন। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সেটি কমে তিন কোটি ৬৬ লাখ টনে আসতে পারে। আবার গত অর্থবছরে দেশে মোট ধানের আবাদ হয়েছিল এক কোটি ১৭ লাখ ৫০ হাজার হেক্টর। চলতি অর্থবছরে সেটি কমে এক কোটি ১৪ লাখ হেক্টরে নামতে পারে। ফলে দেশে এবারে ধানের আবাদ কমতে পারে তিন লাখ ৫০ হাজার হেক্টর।

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখঃ ০৬-০৪-২০২৫ (পৃঃ ০৭)

নেত্রকোনার হাওরে ধান পাকতে শুরু করেছে

আগামী সপ্তাহ থেকে কাটা শুরু হবে

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

নেত্রকোনা বোরো এলাকা হিসেবে পরিচিত। আর গত সপ্তাহে ভালো বৃষ্টিপাত হওয়ায় বৃষ্টি আর রোদে মিলে এখন বোরো ধান পাকতে শুরু করেছে। কিছু দিনের মধ্যে বোরো ধান কাটা শুরু হবে বলে কৃষি বিভাগ জানিয়েছে। কৃষকরা এখন দিনরাত জমির কাছাকাছিই থাকছেন। যাতে করে উঠতি বোরো ফসলের কোনো ক্ষতি না হয়।

এবার এই জেলায় গত বছরের চেয়ে ১৮৮ হেক্টর জমিতে বোরোর আবাদ বেড়েছে। গত বছর যেখানে বিভিন্ন জাতের বোরো আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লাখ ৮৪ হাজার ২৬০ হেক্টর, এবার আবাদ হয়েছে ১ লাখ ৮৫ হাজার ৪৪৮ হেক্টর জমি। আবাদকৃত জমি থেকে ৮ লাখ ৪২ হাজার ৩২৭ টন চাল উৎপাদন হবে বলে কৃষি বিভাগ জানিয়েছে। কৃষি বিভাগ সূত্রে আরো জানা গেছে, ৬০ হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে হাইব্রিড, ১ লাখ ২৪ হাজার ৭৯৮ হেক্টর জমিতে উচ্চ ফলনশীল এবং মাত্র ১৫০ হেক্টর জমিতে স্থানীয় জাতের বোরো আবাদ করা হয়েছে। নেত্রকোনার ১০ উপজেলার মধ্যে হাওর উপজেলাগুলো হচ্ছে, খালিয়াজুরী, মদন, মোহনগঞ্জ, কলমাকান্দা, আটপাড়া এবং কেন্দুয়ার কিছু অংশ। এই হাওর উপজেলাগুলোতে বোরো আবাদ হয়েছে ৪১ হাজার ৭০ হেক্টর। খালিয়াজুরীর রসুলপুরের কৃষক আলফাজ মিয়া বলেন, ধান পাকতে শুরু করেছে। এখন আবহাওয়া জমির অনুকূলে। রোদ পাওয়া যাচ্ছে। তাই ধান পাকছে। এছাড়া নেত্রকোনা সদরের কুমড়ি গ্রামের কৃষক খালেক তালুকদার বলেন, আবহাওয়া ভালো থাকায় তারা খুশি।

নেত্রকোনা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. নুরুজ্জামান বলেন, কৃষি বিভাগ উপজেলাগুলোতে বোরো জমির হাল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে। কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। তদারকি করছে। এক সপ্তাহ ধরে ভালো রোদ পাওয়া যাচ্ছে। অচিরেই ধান কাটা শুরু হবে বলেও তিনি জানান। নেত্রকোনার পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সারওয়ার জাহান জানান, হাওর এলাকার বোরো ফসল আগাম বন্যার কবল থেকে রক্ষার জন্য সব বাঁধ সংস্কারের কাজ গত মাসেই শেষ হয়েছে। স্থানীয় কৃষক এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের লোকজন বাঁধের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেজন্য বাঁধগুলো তদারকিও করছে।

নেত্রকোনা জেলা প্রশাসক বনানী বিশ্বাস বলেন, হাওর জেলা হিসেবে এ জেলায় বোরো আবাদ বেশি হয়। এখন পর্যন্ত নেত্রকোনায় বোরো ফসলের কোনো সমস্যা হয়নি। আগামী সপ্তাহ থেকে হাওরসহ কোনো কোনো এলাকায় বোরো ধান কাটা শুরু হবে বলেও তিনি জানান। বোরো আবাদের জন্য জেলা বীজ ও সার মনিটরিং কমিটির সভায় সার ডিলার প্রতিধিদের নিয়ে সমন্বয় সভা করা হয়েছে। কোনো ডিলার যাতে সারের কোনো কৃত্তিম সংকট সৃষ্টি করতে না পারেন সেজন্য তাদের সতর্ক রাখা হয়েছিল।

নেত্রকোনা : খালিয়াজুরির রসুলপুর হাওরের ধানখেত —ইত্তেফাক

নয়া দিগন্ত

তারিখঃ ০৫-০৪-২০২৫ (পৃঃ ১৬,১৩)

সঠিক পদ্ধতিতে বীজ বপন ও উৎপাদন না করার ফল

বছরে ৪ লাখ টন ধানের অপচয়

● হামিদ সরকার

প্রচলিত নয়, সঠিক পদ্ধতিতে বীজ ধান বপন ও ধান উৎপাদন করা হলে বাংলাদেশকে বিদেশ থেকে প্রতি বছর তিন লাখ টন চাল আমদানি করতে হতো না। প্রচলিত পদ্ধতিতে সারাদেশে ১১০ লাখ হেক্টর জমিতে ধান রোপণ করতে ৪.৫১ লাখ টন বীজ ধান অযথাই মাটির নিচে পুঁতে ফেলা হচ্ছে। এই অপচয় রোধ করতে পারলে দেশে আপাতত চাল আমদানি করা দরকার হবে না। এমনটি বেরিয়ে এসেছে গাজীপুরের বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) এক গবেষণায়। এ বিষয়ে সংস্থার রাইস ফার্মিং সিস্টেমস বিভাগের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এস এম শহিদুল্লাহর সাথে কথা হলে তিনি বলেন, প্রচলিত পদ্ধতিতে উৎপাদিত চারা অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল হয়। তাই প্রতি গুছিতে ৪ থেকে ৭টা চারা রোপণ করা হয়। এতে করে প্রতি হেক্টরে ৪১ কেজি বীজ অতিরিক্ত ব্যবহার করে শুধুই অপচয় করা হচ্ছে।

- প্রতি হেক্টরে ৪১ কেজি বীজ অতিরিক্ত ব্যবহার
- প্রচলিত পদ্ধতিতে উৎপাদিত চারা অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল

জানা গেছে, ভূখণ্ড ছোট হলেও বৈচিত্র্যে ভরপুর কৃষির এ বাংলাদেশ। আর কৃষির সিংহভাগ দখল করে আছে ধান। বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য হিসেবে আমাদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এর প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। প্রকৃতপক্ষে ধান আমাদের জীবনের নিত্যদিনের অনুষঙ্গ। বলা যায়, গ্রামে এখনো 'ধানই ধন' বলে মনে করা হয়। আর এই ধান ফসলের সফল উৎপাদনের বীজ হচ্ছে প্রথম এবং প্রধান ভিত্তি। ফসল উৎপাদনের অন্যসব কৃষি উপকরণের কমতি, ঘাটতি বা অনুপস্থিতিতেও কিছু না কিছু ফলন আসে। কিন্তু বীজ ব্যতীত কোনো ফলনই আশা করা যায় না। কাঙ্ক্ষিত ফসল উৎপাদনে বীজ ও চারার সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ অন্যতম প্রধান শর্ত। ব্রি'র তথ্য বলছে, আমাদের দেশে নিট ফসলি জমির পরিমাণ ৮১ লাখ ২৬ হাজার ৩৪০ হেক্টর। আর মোট ফসলি জমির পরিমাণ এক কোটি ৬০ লাখ ৫৬ হাজার ৮১৬ হেক্টর।

ব্রি'র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এস এম শহিদুল্লাহ জানান, আমাদের দেশের কৃষকরা প্রচলিত ধারায় ফসল উৎপাদন করে থাকেন। উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ বীজ হিসেবে ব্যবহার করেন। কিন্তু বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যা সুনিশ্চিত করে বীজ এবং চারা উৎপাদন কৌশল সম্পর্কে বেশিরভাগ কৃষক এখনো পূর্ণ সচেতন নন। ফলশ্রুতিতে ধান উৎপাদনের সার্বিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তারা ব্যক্তিগতভাবে এবং বাংলাদেশ তার জাতিগতভাবে বিভিন্ন রকম ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

ব্রি'র গবেষণা মতে, এ দেশে বছরব্যাপী বিভিন্ন পরিবেশ ও বিভিন্ন মওসুমে নানা প্রকারের ধান চাষ হয়ে থাকে। মোটাদাগে বলতে গেলে ৫৬ লাখ হেক্টর জমিতে রোপা আমন, ৪৭ লাখ হেক্টরে বোরো, ৯ লাখ হেক্টরে আউশ এবং ৪ লাখ হেক্টর জমিতে জলি আমন ধানের আবাদ হয়। জলি আমন ধানের পুরো এলাকাই বপন পদ্ধতির আওতায় রয়েছে। তাছাড়া আউশ মওসুমের ধান চাষেও প্রায় এক-চতুর্থাংশ জমিতে বপন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ দু'টি অঙ্ক বাদ দিলে বাকি প্রায় ১১০ লাখ হেক্টর জমিতে ধান চাষের ক্ষেত্রে একমাত্র রোপণ পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়।

ব্রি'র গবেষণা নিয়ে ড. শহিদুল্লাহ বলেন, সফলভাবে ধান উৎপাদনের জন্য প্রতি হেক্টর জমিতে ৩ লাখ গুছি প্রয়োজন হয়। বীজতলায় সঠিক প্রযুক্তি অনুসরণ করে চারা উৎপাদন করলে একটি চারাই একটি গুছির জন্য যথেষ্ট হয়। সুতরাং এক হেক্টর জমি রোপণের জন্য ৩ লাখ চারা ব্যবহার করলেই চলে। সে হিসাবে ৩ লাখ বীজধান বীজতলায় বপন করতে হবে। বর্তমানে যেসব জাতের ধান চাষ করা হয় সেগুলোতে একটি বীজের ওজন সর্বোচ্চ ২৫ মিলি গ্রাম হয়ে থাকে। তাই উল্লেখিত প্রয়োজনীয় বীজের পরিমাণ সাড়ে ৭ কেজি। মাঠ পর্যায়ে সেফটি অ্যালাউন্স ■ ১৩ পৃঃ ৪-এর কলামে

বছরে ৪ লাখ টন ধানের অপচয়

শেষ পৃষ্ঠার পর

হিসেবে সাধারণত ২০ শতাংশ অতিরিক্ত বীজের ব্যবহার উত্তম বলে গণ্য করা হয়। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এক হেক্টর জমিতে ধান রোপণ করতে সর্বোচ্চ ৭.৫ X ১.২০ = ৯ (নয়) কেজি বীজ প্রয়োজন।

জাতীয় পর্যায়ে সারা বাংলাদেশের চিত্র তুলে ধরে গবেষক শহিদুল্লাহ বলেন, প্রতি হেক্টর জমিতে ধান রোপণের জন্য বীজ তলায় যে পরিমাণ বীজ বপন করা হয় তার পরিমাণ গড়পড়তা ন্যূনতম ৫০ কেজি। প্রচলিত পদ্ধতিতে উৎপাদিত চারা অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল হয়। তাই প্রতি গুছিতে ৪ থেকে ৭টা চারা রোপণ করা হয়। এতে করে প্রতি হেক্টরে ৪১ কেজি বীজ অতিরিক্ত ব্যবহার করে শুধুই অপচয় করা হচ্ছে। সারাদেশে ১১০ লাখ হেক্টর জমিতে ধান রোপণ করতে ৪.৫১ লাখ টন বীজ ধান অযথাই মাটির নিচে পুঁতে ফেলা হচ্ছে। গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে চাল আমদানির পরিসংখ্যানে সর্বশেষ বার্ষিক আমদানির পরিমাণ ৩ লাখ টন। পক্ষান্তরে অপচয়কৃত বীজ ধান থেকে ঠিক ৩ লাখ টন চাল পাওয়া সম্ভব ছিল। অর্থাৎ অপচয় এবং আমদানির পরিমাণ একেবারেই সমান সমান। এ অপচয় রোধ করতে পারলে দেশে আপাতত চাল আমদানি করা দরকার হবে না।

এখন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এ অপচয় কেন করা হচ্ছে, তিনি বলেন, উত্তর খুবই সহজ। ধানের বীজ অত্যন্ত সহজলভ্য ও সস্তা বিধায় কৃষক ভাইয়েরা এটাকে কিছুই মনে করেন না। এটা যে অপচয় তা মেনে নিতেও নারাজ।

প্রশ্ন হচ্ছে এ অপচয় রোধ করা কি সম্ভব? তিনি বলেন, এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ। তবে প্রথম প্রশ্নের মতো এত সহজ নয়। একজন কৃষকের জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে এ চিন্তা করার দরকার নেই এবং তার দায়িত্বের মধ্যেও পড়ে না। এ ভাবনাটি জাতীয় পর্যায়ের। গবেষক, সম্প্রসারণ কর্মী এবং নীতিনির্ধারক গোষ্ঠী থেকে সম্মিলিতভাবে এ প্রয়াস চালাতে হবে। এ প্রস্তাবনা শুধুই একটি কল্পনা বিলাসী গাণিতিক মডেল নয়। এটি যে বাস্তব এবং কৃষকগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এ প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন তা সহজেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যেতে পারে।

ব্রি'র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জানান, কিছু কিছু হাইব্রিড ধানের বিভিন্ন জাতের চাষ হচ্ছে দেশের সর্বত্রই। উৎপাদনকারী কোম্পানি তাদের বীজ বিপণন করার স্বার্থে স্লোগান সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছে যে – 'একটি মাত্র বীজ থেকে একটি সুস্থ সবল চারা, আর একটি মাত্র চারা থেকে একটি গুছি'। হাইব্রিড ধানের বীজ যেহেতু অনেক চড়া দামে বিক্রির টার্গেট নেয়া হয়েছে তাই চাষিদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আগেভাগেই তারা এ প্রযুক্তির সফলতা প্রমাণ করেছে। আর সুকৌশলে কৃষককে একটি অশুভ বার্তাও পৌঁছে দিয়েছে যে, এ প্রযুক্তি শুধুই হাইব্রিড ধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর দুঃখজনকভাবে এ বার্তাটিকে কৃষকসহ সর্বস্তরের সংশ্লিষ্ট মহল না বুঝেই খুব ভালোভাবেই গিলেছে। কোম্পানির পক্ষে স্লোগান দেয়ার জন্য বুদ্ধিজীবীর কোনো অভাব হয় না; কিন্তু আমাদের উচিত দেশ ও জাতির স্বার্থ আগে দেখা। আমাদের কৃষি, কৃষক ও অর্থনীতির স্বার্থ সবার আগে দেখা।